০৭-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই নেশায় থাকো যে জ্ঞানের সাগর বাবা আমাদের জ্ঞান দান করে স্বদর্শন চক্রধারী , ত্রিকালদর্শী বানিয়েছেন , আমরা হলাম ব্রহ্মা বংশীয় ব্রাহ্মণ । "

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হলেই পদমাপদম ভাগ্যশালী হয়ে যাও -- কিভাবে ?

উত্তর :- ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাত্ এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করা । বাবার বাচ্চা হলেই এক সেকেন্ডে বর্সার অধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে । জীবনমুক্তি হলো তোমাদের অধিকার, তাই তোমরা পদমাপদম ভাগ্যশালী । বাদবাকি এই মৃত্যুলোকে তো কোনো সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিই নেই । এখানে অকালে মৃত্যু হতেই থাকে । তোমরা বাচ্চারাই কেবল কালের উপর জয় পাও । তোমাদের ত্রিকালদর্শীতার জ্ঞানও আছে । শিববাবা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের ঝুলি ভর্তি করে দিচ্ছেন ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমরা কাঁটা থেকে ফুল হতে চলেছি , অর্থাত্ মানুষ থেকে দেবতা হতে চলেছি । বাচ্চারা জানে যে এ হলো কাঁটার জঙ্গল । এখন আমাদের ফুলের বাগানে যেতে হবে । এই দিল্লী কোনো এক সময় পরীস্থান ছিলো । তোমরা বাচ্চারা যখন দেবতা ছিলে তখন তোমরাই এখানে রাজত্ব করতে । কেউ কেউ রাজা , মহারাজার রূপে কেউ কেউ আবার প্রজার রূপো এই কথা তো এখন সবাই জানে যে , বরাবর এই সৃষ্টি এখন কবরস্থান হয়ে যাবে । এর ওপরেই তোমরা পরীস্থান বানাবে । তোমরা জানো যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন নতুন ভাবে তৈরী হবে । যমুনা নদীর ধারেই রাধা - কৃষ্ণ , লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন । এমন নয় যে রাধা - কৃষ্ণ একই রাজ্যের ছিলেন । না , তারা আলাদা রাজধানীর ছিলেন । কৃষ্ণ আলাদা রাজধানীতে ছিলেন । দুজনের স্বয়ংবর হয়েছিলো । স্বয়ংবরের পরে তাঁরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়েছিলেন তারপর তাঁরা যমুনা নদীর ধারে এই পরীস্থানে রাজত্ব করতেন । এই রাজবংশ অনেককালের পুরোনো । আদি সনাতন দেবী - দেবতাদের রাজত্বকাল সেই সময় থেকে চলে আসছে । কিন্তু এই কথা একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো । তোমরাই তোমাদের পরীস্থান বানাচ্ছ । রাজধানী তোমরাই স্থাপন করছো । কিভাবে স্থাপন করছো ? এই যোগবলের দ্বারা । দেবী - দেবতাদের রাজধানী লড়াইয়ের দ্বারা স্থাপন হয় নি । তোমরা এখানে রাজযোগ বল শিখতে এসেছো যা ৫০০০ বছর আগে শিখেছিলে । তোমরা বলবে হ্যাঁ , আগের কল্পেও আজকেরই দিনে এই সময়ে আমরা বাবার থেকে এই পড়া শিখেছিলাম । এখানে কেবল বাবার সন্তানরাই আসে । বাচ্চাদের ছাড়া বাবা আর কারোর সাথেই কথা বলেন না । বাবা বলেন যে আমি কেবল আমার বাচ্চাদেরই শেখাই । তোমাদের কতো নেশা থাকা চাই । জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা , তাঁকেই জ্ঞান জ্ঞানেশ্বর বলা হয় , এর অর্থ হলো ঈশ্বর , যিনি জ্ঞানের সাগর , তিনি এই সময় তোমাদের জ্ঞান দেন । কোন্ ধরনের জ্ঞান ? এই সৃষ্টির আদি , মধ্য আর অন্তের জ্ঞান । তোমরা বাচ্চারাই স্বদর্শন চক্রধারী হও । তোমরাই হলে ব্রহ্মা বংশীয় । বিষ্ণুবংশীয় যারা রাজ্য করবে তারা কিন্তু স্বদর্শন চক্রধারী বা ত্রিকালদর্শী হয় না । তোমরাই হলে ব্রহ্মাবংশীয় , তোমরাই আবার দেবতা হবে । আমরাই সূর্যবংশী , তারপর চন্দ্রবংশী তারপর বৈশ্যবংশী এবং শূদ্রবংশীতে আসবো । এখন আবার আমরা ব্রাহ্মণবংশী হচ্ছি । তোমরা সবসময় জানো যে তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী । সারা সৃষ্টির আদি , মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আমাদের মধ্যে আছে । এর দ্বারাই আমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবো । এই জ্ঞান কিন্তু সব ধর্মের মানুষদের জন্য । শিববাবা সবাইকেই বলেন - এই ব্রহ্মাকেও আমিই এই জ্ঞানের কথা শোনাই , তাঁর আত্মাও এখন এই কথা শুনছে । তোমরা এখন

ব্রাহ্মণ । প্রতিটা মানুষই যেমন শিববাবার বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাবাবারও বাচ্চা । ব্রহ্মাবাবা হলেন গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার , তিনি আমাদের এই শরীরের বাবা আর শিববাবা হলেন সকলের রুহানি বাবা । শিববাবাকে প্রজাপিতা বলা হয় না । শিববাবা হলেন আত্মাদের বাবা । বাবা বলেন যে আমি ভারতবাসীদের রাজ্য , ভাগ্য দিই , তাদের হীরের মতো সদা সুখী বানাই , এবং আমিই ২১ জন্মের জন্য তাদের বর্সা বা সম্পত্তি দিয়ে থাকি । তারপর তারা যখন পূজ্য থেকে পূজারী হয় তখন তারাই আবার আমার গ্লানি করতে থাকে । বাবা বলেন যে - তোমাদের বাবা আমি কত উচ্চ , আমিই ভারতকে স্বর্গ রাজ্য বানাই । কিন্তু তোমরা আমাকেই সর্বব্যাপী বলে আমার গ্লানি করো । ৫০০০ বছর আগে এই ভারত স্বর্গ ছিলো । এ তো কালকের কথা । তোমরাই তখন রাজ্য করতে সেখানে আলোর দুনিয়া ছিলো আজ এই দুনিয়া অন্ধকার । কিন্তু মানুষ ভাবে এই দুনিয়াই স্বর্গ । ভারতবাসীরা গাইতে থাকে নতুন দুনিয়ায় যেন নতুন ভারত ,রামরাজ্য হয় । মানুষ কিন্তু এই কথাকেই নতুন ভাবে । এ হলো নাটক । এটা মায়ার অন্তিম মায়াজাল । এখন রাবণ রাজ্যের মৃত্যু এবং রামরাজ্যের জয় হতে হবে । রামরাজ্য কোনও রামসীতার রাজ্য নয় । সূর্যবংশীয় রাজ্যকে রামরাজ্য বলা হয় । তোমরা সূর্যবংশীয় রাজা-রাণী হওয়ার জন্য এসেছ । এই হলো রাজযোগ । এই নলেজ ব্রহ্মা বা কৃষ্ণ পড়াননা । একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা এই নলেজ তোমাদের পড়ান । উঁনি বাবা পতিতপাবন, সারা বিশ্বকে হেভেনে পরিণত করেন এবং সুখ-শান্তি দেন । এই ভারত প্রথমে সুখধাম ছিলো । সবাই শান্তিধাম থেকে আসে । আমি আত্মা, প্রথমে শান্তিধামের নিবাসী ছিলাম । আত্মা, পরমাত্মা নয় । আমি আত্মা সূর্যবংশী ছিলাম তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হলাম । এখন আবার ব্রাহ্মণ বংশে এসেছি । চক্রের এই খেলা যেন ডিগবাজির খেলা । সর্বাগ্রে, শীর্ষ চূড়ায় ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয় । টোটাল ৮৪ জন্মের মধ্যে দিয়ে তোমাদের যেতে হবে । বাচ্চারা ! এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কথাই নেই । সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি । তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ এবং উত্তরাধিকার নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছ । যত তাড়াতাড়ি হয় মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে তোমরা বরসা নাও । এও সেকেণ্ডের কথা । জনক এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি লাভ করেছিলেন । তোমরা ঈশ্বরের হয়েছ সুতরাং ,বাবার থেকে বরসা নেওয়ার অধিকার তোমাদেরও আছে । তোমরা অমরলকের মালিক হও, এটা মৃত্যু লোক । তোমাদের থেকে সৌভাগ্যশালী আর কেউ নেই । এখানে অকালমৃত্যু হয় আর তোমরা কালের উপর বিজয় লাভ করো । বাবা সর্ব কালেরও কাল আর সেই বাবার থেকে তোমাদের কত বরসার প্রাপ্তি হয় ! সন্ন্যাসীরা এইসব জানেনা । সব ধর্মকে এটা জানতে হবে সেইজন্য এই চিত্র বানানো হয়েছে । এটা পাঠশালা । তোমাদের কে পড়ায় ? ভগবান বলেন, কৃষ্ণ তোমাদের পড়ায় না । জ্ঞানের সাগর কৃষ্ণ নয় জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি তোমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন । তোমরাই জ্ঞান গঙ্গা । দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকেনা । তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এই জ্ঞান আছে, সময়চক্রের তিন কালের । একমাত্র তোমরা এই সময় নলেজ পড়ে উত্তরাধিকার লাভ করছ । রাজযোগ শিখে স্বর্গের রাজারাণী হও । তোমরা জানো বাবা দ্বারা তোমরা কালের উপর জিত কায়েম করছ । সেখানে তোমাদের সাক্ষাত্কার হবে, তোমরা পুরনো শরীর ছেড়ে আবারও ছোট শিশু হয়ে আসবে । সাপের উপমা আছে । সমস্ত উদাহরণ তোমাদের জন্য । এই ভারত প্রথমে শিবের মন্দির ছিলো । চৈতন্য দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, যাঁদের মন্দির বানানো হয়েছে । শিববাবা এসে শিবালয় বানান । রাবণ পরে এসে গণিকালয় বানায় । মহান পণ্ডিত, বিদ্বান লোকেরা জানেনা রাবণ কি ! তোমরা জানো, অর্ধকল্প ধরে রাবণ রাজ্য চলে । প্রথমে দিল্লিতে গডেস লক্ষ্মী এবং গড নারায়ণের রাজ্য ছিলো । বলা হয়, ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিলো । যাই হোক, তারপরে তারা এটা ভুলে গেছে । কারও একজনের মৃত্যু হলে লোকেরা বলে সেই ব্যক্তি স্বর্গে গেছে । তারা সহজেই এই কথা বলে তাদের মুখ

মিষ্টি করায় । ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন পুনর্জন্ম স্বর্গে হতো । ভারত এখন নরকে পরিণত তাই পুনর্জন্মও নরকেই হয় । বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা কি মনে করতে পারো আমি যে প্রত্যেক কল্পে আসি আর তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই ? এখন তোমরা পবিত্র থেকে পতিত হয়েছ । এই কর্তব্য এক বাবারই । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে শিববাবা, উঁচুতম থেকেও উঁচু, এখানে বসে তোমাদের বেদ এবং শাস্ত্রের সার ব্রহ্মার দ্বারা শোনাচ্ছেন । ভক্তিমার্গে মানুষ খরচ করতে করতে কড়িসম হয়ে গেছে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের হীরে জহরতের মহল বানিয়ে দিই । তারপর তোমাদের নীচে নামতেই হয় ; কলা কমারই ছিলো । সেই সময় কেউ উপরে উঠতে পারেনা কেননা সেটা নীচে নামারই সময় । এই সময় তোমরা সবচেয়ে উঁচু, ঈশ্বরীয় সন্তান এবং তারপর তোমরা দেবতা, ক্ষত্রিয় ...হতেই হবে । যতই কেউ দান পুণ্য করুক, ভক্তিমার্গে খরচ করতে করতে কলা কমতেই হবে । বাবাও বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাদের ধনবান বানিয়েছি তোমরা সেই ধন নিয়ে কি করেছ ? বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা আপনারই মন্দির বানিয়েছি । বাবা শিব ভোলানাথ আবারও ২১ জন্মের জন্য আমাদের ঝুলি ভরছেন । বাবা বলেন, আই অ্যাম ইওর ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট ....মোস্ট ওবিডিয়েন্ট ফাদার, মোস্ট ওবিডিয়েন্ট টিচার । পারলৌকিক ফাদার, পারলৌকিক টিচার আর পরলোক নিবাসী মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সত্গুরুও । আমি তোমাদের আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাব । অন্য কোনও গুরু তার সাথে তোমাদের নিয়ে যাবেনা । এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই । এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছ । এই বাবাকে তোমরা সেই নেত্র দ্বারা দেখো । বুদ্ধির নেত্র দ্বারা বাবাকে উপলব্ধি করা যায় । তোমরা শিববাবার থেকে রাজ্যাধিকার লাভ করো । এই ব্রহ্মাও শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে । শিববাবা উচ্চতম থেকেও উচ্চ । তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর, তারপর ব্রহ্মা এবং সরস্বতী, এবং তারপরে লক্ষ্মী এবং নারায়ণ ; এই পর্যন্তই সব । তারা কত কত চিত্র বানিয়েছে । ছয়-আট হাতের কোনও ছবি নেই । সেইসব কিছু ভক্তিমার্গের খেলা । ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ এনার্জি । বাস্তবে, সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি গীতা । তারা একটা ভুল করেছে, এই শাস্ত্রে বাবার নামের পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে দিয়েছে । এটাও ড্রামা । সবার সদগতি দাতা, পতিত-পাবন এক বাবাই । আরেক বাবা হলেন ব্রহ্মা, প্রজাপিতা এবং তৃতীয় বাবা লৌকিক বাবা । জন্মে জন্মে তোমরা দুই বাবাকে পাও । একমাত্র এই সময়েই তোমরা তিন বাবাকে পাও । এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কথা নেই । বলা হয়, জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য । বৈরাগ্য দুই রকমের । এক হলো হদের আর এক হল বেহদের । সন্ন্যাসী তাদের ঘর-সংসার ছেড়ে বনে চলে যায় । এখানে, তোমরা বুদ্ধির সাহায্যে পুরনো দুনিয়া ছেড়ে যাও । সেটা হঠযোগ আর এটা রাজযোগ । হঠযোগী কখনও রাজযোগ শেখাতে পারেনা । এই যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো বুঝতে হবে । একমাত্র এই সময় তোমরা বাচ্চারা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হও । প্রথম নম্বর, সবচেয়ে বড় কাঁটা দেহ-অভিমান । একমাত্র বাবা তোমাদের এই কাঁটা থেকে মুক্ত করে দেন ; অন্য কারও এই ক্ষমতা নেই এটা করার । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এই পুরনো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে বেহদের বৈরাগী হতে হবে । দেহ-অভিমানের অশুভ শক্তিকে সরিয়ে দাও ।

২) বাবার মতো ওবিডিয়েন্ট হয়ে সবার সেবা করো । অন্যদের নিজের সমান বানাও । কোনও ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়োনা ।

বরদানঃ-সর্বদা উত্সাহ-উদ্দীপনার ডানায় ভর করে উড়তি কলার স্থিতি অনুভব করে কর্মযোগী ভব

উত্সাহ-উদ্দীপনা তোমাদের ব্রাহ্মণদের উড়তি কলার পাখা । যদি কার্য হেতু নীচে আসতেও হয় তবে উড়তি কলার স্থিতি দ্বারা কর্মযোগী হয়ে সেই কর্ম করো । এই উত্সাহ-উদ্দীপনা ব্রাহ্মণদের পরম শক্তি । নিরস জীবন নয় , উত্সাহ-উদ্দীপনার মাধুর্য তোমাদের মনোবল কখনও নষ্ট হতে দেবেনা, সবসময় খুশিতে হৃদয় ভরে থাকবে । উত্সাহ তুফানকেও উপহার বানিয়ে দেয় । পরীক্ষা বা সমস্যাকে মনোরঞ্জন অনুভব করায় ।

শ্লোগানঃ- যারা অশরীরি স্থিতির অভ্যাস করে তাদের শরীরের আকর্ষণ আকৃষ্ট করতে পারেনা।